জুমুআর সমকালীন বিশেষ খুতবা :

‘ রমাদান প্রতিদিন’- পর্ব চার [সাদাকাতুল ফিতর ও আমল পর্যালোচনা]

সংকলন ও সম্পাদনা : মুফতি শামীম মজুমদার
চেয়ারম্যান, শানে সাহাবা জাতীয় খতীব ফাউন্ডেশন।
খুতবা প্রদানের তারিখ : ২৮ মার্চ, ২০২৫, ২৭ রমাদান, ১৪৪৬ ঈসাব্দ। জুমুআ’বার।

১। মুসল্লীদের সাথে সালাম বিনিময়।
২। আরবী খুতবা, দরুদ শরীফ এবং উক্ত খুতবায় আলোচ্য মুখ্য সুরা/ আয়াত ও হাদীস পাঠ।

৩। মুখ্য আয়াত ও হাদীস :

ক) আয়াত :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

‘এবং তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।’

[সূরা আয-যারিয়াত; আয়াত ১৯]

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ - وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

‘সফল হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে নামাজ আদায় করেছে।’
[সূরা আল-আ'লা: ১৪-১৫]

খ) হাদীস :

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: **"**فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

‘ইবনে উমার (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদান শেষে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরজ করেছেন। এক ‘সা’ পরিমাণ খেজুর অথবা এক ‘সা’ পরিমাণ যব।’

[বুখারি হাদীসনং- ১৫০৩, মুসলিম হাদীসনং- ৯৮৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ

‘রমাদানের প্রথম অংশ রহমত, মাঝের অংশ মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।’

[শুআবুল ঈমান, বাইহাকি হাদীসনং- ৩৬০৮, মিশকাত, হাদীসনং- ১৯৬৫ সহীহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য]

৪। ভুমিকা :

প্রিয় মুসল্লী ভাই ও বন্ধুগণ,

আজ রমাদানের শেষ জুমুআ। অনেকে এ জুমুআকে ‘জুমাতুল বিদা’ বা শেষ জুমুআ বলে থাকেন। রমাদান মাসের শেষ জুমুআবারকে জুমাতুল বিদা বলা হয়, কারণ এটি সেই জুমা, যার মাধ্যমে রমাদান থেকে বিদায় নেওয়ার ইঙ্গিত মেলে। যদিও এটি মুসলমানদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন, যেখানে অনেকে বেশি বেশি ইবাদত, দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন। তবে জুমুআতুল বিদা নামে কোন বিশেষ দিন ইসলামী শরীয়াহ’র অংশ নয়। এ জুমুআর আলাদা কোন ফজীলত নেই। বরং মহান আল্লাহর কাছে অন্যান্য জুমুআর মতোই এ জুমুআর মর্যাদা সমান। তবে একবার রমাদানের শেষ জুমুআর খুতবা দিতে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে উঠছিলেন তখন তিনি পরপর তিনবার আমীন বললেন। সাহাবী কা'ব ইবনু উজরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নামাজ শেষে কৌতুহল বশত; সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, কেন আপনি আজ এভাবে পরপর তিনবার আমীন বললেন;- নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করেন- আজ আমি যখন মিম্বারে খুতবা দিতে উঠছিলাম তখন জিবরাইল আমাকে বললেন; হে মুহাম্মাদ

فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ

সদাকাতুল ফিতর (যাকে সাধারণত ফিতরা বলা হয়) ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা রমাদান শেষে ঈদুল ফিতরের আগেই আদায় করা আবশ্যক। এটি গরিবদের সহায়তা এবং রোজার

আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার লক্ষ্যে নির্ধারিত হয়েছে। আসুন, কুরআন ও হাদিসের আলোকে সদাকাতুল ফিতর নিয়ে আলোচনা করা যাক:

🌿 ১. কুরআনে সদাকাতুল ফিতর:

যদিও কুরআনে সরাসরি "সদাকাতুল ফিতর" শব্দটি উল্লেখ নেই, তবে গরিবদের অধিকার ও দানের বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।” (সূরা বাকারা: ৪৩)

ফকিহগণ বলেন, রমাদানের শেষে সদাকাতুল ফিতর আদায় করাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আরেক আয়াতে এসেছে:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ • وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

“সফল হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে নামাজ আদায় করল।” (সূরা আ'লা: ১৪-১৫)

অনেক মুফাসসিরের মতে, এখানে "তাযাক্কা" বলতে ফিতরা দেওয়া বুঝানো হয়েছে।

🌿 ২. হাদিসে সদাকাতুল ফিতর:

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরার বিধান দিয়েছেন এবং এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন:

(১) ফরজ বিধান:

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) রমাদান শেষে সদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরজ করেছেন — এক ‘সা’ পরিমাণ খেজুর অথবা এক ‘সা’ পরিমাণ যব।” (বুখারি: ১৫০৩, মুসলিম: ৯৮৪)

(২) ফিতরার উদ্দেশ্য:

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ < وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"

“ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরার বিধান দিয়েছেন যেন এটি রোজাদারের অপ্রাসঙ্গিক ও অশ্লীল কথাবার্তার কাফফারা হয় এবং গরিব-মিসকিনদের খাবারের সংস্থান হয়।” (আবু দাউদ: ১৬০৯, ইবনে মাজাহ: ১৮২৭)

(৩) আদায়ের সময়:

"مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ"

“যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের আগে ফিতরা আদায় করে, তা কবুলযোগ্য যাকাত। আর নামাজের পরে দিলে তা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে।” (আবু দাউদ: ১৬০৯)

🌿 ৩. সদাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য ও হিকমাহ:

✅ আত্মশুদ্ধি: রোজার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তা দূর করার মাধ্যম।
✅ গরিবের সহায়তা: ঈদের আনন্দ গরিবদের সঙ্গে ভাগাভাগি করা।
✅ সমাজে সম্প্রীতি: ধনী-গরিবের মধ্যে সৌহার্দ্য তৈরি করা।

🌿 ৪. সদাকাতুল ফিতর কতটুকু দিতে হবে?

হাদিসে এসেছে:

> “প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এক সা’ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সদাকাতুল ফিতর দেওয়া ফরজ।” (সহিহ বুখারি: ১৫০৩)

বর্তমানে অনেক আলেম এক সা’-এর পরিমাণকে প্রায় ৩ কেজি পরিমাণ খাদ্যশস্য (খেজুর, গম, যব, কিশমিশ, বা আটা) হিসাবে নির্ধারণ করেন।

🌿 ৫. সদাকাতুল ফিতর দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি:

১. গরিব-মিসকিন — যারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম।
২. ফকির — একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তি।
৩. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি — যার সম্পদ ঋণের কারণে শূন্য হয়ে গেছে।
৪. মুসাফির — যারা ভ্রমণে প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাবে কষ্টে আছে।

– وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ –

আরবী খুতবা প্রদানের সুবিধার্থে আলোচ্য বিষয়ের নুসুসাত :

আয়াত সমূহ :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ - وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ • وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

হাদীস সমূহ :

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين

"مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ"

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ